মুজিবনগরে সুদ কারবারীর বাড়িতে পুলিশের অভিযান, স্ট্যাম্প ও ব্যাংক চেক উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সুদের ব্যবসা ও প্রতারণার অভিযোগে একটি বাড়িতে ঘণ্টাব্যাপি অভিযান চালিয়েছে পুলিশের একটি দল। এ সময় বাড়ির মালিক সুদ কারবারী দিবাস্তিন মন্ডল (৪৮) কে আটক করা হয়। আটককৃত দিবাস্তিন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বল্লভপুর গ্রামের মৃত খোকন মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দিবাস্তিন মন্ডল একজন প্রতারক। সে বিভিন্ন এলাকার গরীব ও অসহায় লোকজনকে লোভের ফাঁদে ফেলে চেক ও স্ট্যাম্প নিয়ে সুদের কারবার করছে এবং পরবর্তীতে উক্ত চেক এবং স্ট্যাম্পে ইচ্ছামত টাকার অংক বসিয়ে প্রতারণা করে থাকে। এমনকি মোটর সাইকেলও জমা রাখে। পরবর্তীতে প্রতারণার মাধ্যমে অধিক টাকা আদায় করে।এমন গোপন খবর পেয়ে

শনিবার রাত ৮টা থেকে ঘণ্টাব্যাপি মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল এর নেতৃত্ব পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। এ সময় আটককৃত সিবাস্তিনের বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৪৪ টি নং জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প,২৭ পিচ (ব্লাঙ্ক) ব্যাংক চেক এবং ৩টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান,দিবাস্তিন মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে স্ট্যাম্প ও সাদা ব্যাংক চেকে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে চড়া সুদে টাকা ধার (হাওলাত) দিয়ে আসছিল। কেউ টাকা পরিশোধ করতে না পারলে,তাদের স্বর্ণের গহনা ও মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য মালামাল উঠিয়ে নিয়ে আসতো। দিবাস্তিনের এর বাড়িতে স্ট্যাম্প ও চেকসহ অন্যের কাছ থেকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে আসা মালামাল রয়েছে এমন গোপন সংবাদ পায়। শনিবার সন্ধ্যারাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দসহ দিবাস্তিন কে থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তার নামে মামলা দিয়ে রবিবার কোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।

শীঘ্রই আসছে জিরো থেকে হিরো আলিশান বাড়ির মালিক সুদ কারবারি দিবাস্তিনের আমলনামা।

গাংনীতে দুই সুদ কারবারীর নামে মামলা

মেহেরপুরে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় অভিযান চালিয়ে দুই সুদ কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩২০ টি বিভিন্ন ব্যাংকের ব্লাঙ্ক চেক, ৬৬৯টি ননজুডিশিয়াল সাদা স্ট্যাম্প, ১৩টি টালি খাতা ও ৫টি মোটরসাইকেল। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এ অভিযান চালায়। এসময় আনিছুর রহমান নামের অপর সুদ কারবারী পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে- উত্তরপাড়ার হাজী ছমির উদ্দীনের ছেলে হানিফ(৪৫) ও মৃত ইউনুস আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম(৫৫)। রোববার দুপুরে দুজনকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আনিছুর রহমান নামের অপর সুদ কারবারীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক রবিবার বেলা ১১টার সময় এক প্রেস ব্রিফিং করে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বিপদে পড়া মানুষ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সুদের জালে আটকে যায়। টাকা নেওয়ার সময় ব্লাঙ্ক চেক ও সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পর থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের জুলুমের শিকার হন অনেকে। চড়া সুদের অর্থ আদায় করতে অনেকের নামে চেক ডিজঅনার মামলা করে ফাঁসিয়েছে গ্রেফতারকৃত সুদ ব্যবসাযীরা। অনেকেই ভিটে মাটি বিক্রি করে এলাকা ছেড়েছেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক প্রেস ব্রিফিং করে জানান, জনৈক মনিরুল ইসলাম তার ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জিম্মা রেখে সুদ কারবারী হানিফের কাছ থেকে একলাখ টাকা গ্রহণ করেন। ওই টাকা সুদাসলে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা হয়। হানিফ টাকা পেতে দেরী হওয়ায় মোটরসাইকেলটি বিক্রি করে দেয়।

এ ব্যাপারে মনিরুল ইসলাম গাংনী থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ হানিফ আনারুলের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় সুদ কারবারে ব্যবহৃত টালিখাতা, স্ট্যাম্প , চেক ও একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করা হয়।

টের পেয়ে পালিয়ে যায় অপর সুদ কারবারী আনিছুর রহমান।

তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানার এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে পেনাল কোড- ৩৪/৪০৬/৪২০/৪২২/৪২৩/৪২৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- ১৪/২৩ তাং- ১২-০৩-২৩ ইং। এ মামলায় তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।

মুজিবনগরে এম এ এস ইমনের গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ ও সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এ গণসংযোগ করেন।

গনসংযোগকালে এম এ ইস ইমন বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করছি। বুকলেটটি দেখে সাধারণ মানুষ যাতে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দেখে ভোট দিয়ে আবারও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা মানে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকার যেন আবার ক্ষমতায় আসতে পারে এ লক্ষ্যে আমরা আবার মাঠে নেমেছি। এর আগে যেমন করে আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলেছি, শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলেছি, আমরা একইভাবে আবার মানুষের কাছে যাচ্ছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলছি।

গণসংযোগকালে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ আহমেদ, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগ সম্মেলন প্রস্তুত

কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, শরিফ রেজা পান্না, রবিউল ইসলাম, যুবলীগ নেতা ফারুক হোসেন, আতিক রহমান স্বপন, সানা উল্লাহ, ছাত্রনেতা ইব্রাহিম আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সুদের টাকায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ; অবশেষে গাংনী পুলিশের জালে দুই সুদ ব্যবসায়ী

মেহরেপুরে গাংনী উত্তরপাড়ায় গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আলোচিত ও টাকার ব্যাংক খ্যাত দুই সুদ কারবারি আবু হানিফ (৪০) ও আনারুল ইসলামকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম গাংনির উত্তর পাড়ার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ও আবু হানিফ একই পাড়ার ছমিরুদ্দীনের ছেলে। এসময় আরও এক সুদ কারবারী পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে আটকের চেস্টা করছে।
শনিবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিধান পরিচালিত হয়। সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের ছয়তলা বিশিষ্ট বাড়িতে আধা ঘন্টা যাবত তল্লাশী চালায় পুলিশ। সুদ কারবারের কাজে ব্যবহৃত ব্লাঙ্ক চেক, সাদা স্ট্যাম্প ও ৫টি মোটর সাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ। এসব ব্ল্যাংক চেক ও স্ট্যাম্প জিম্মা রেখে অবৈধভাবে সুদ ব্যবসার মাধ্যমে হাজারো মানুষকে পথে বসিয়েছে এসব সুদ ব্যবসায়ীরা। এমন অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় অভিযান পরিচালনাকারি পুলিশের টিম।
এদিকে গাংনীর আলোচিত দুই সুদ ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের অভিযানের বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে শত শত উৎসব জনতা আবু হানিফের ছয়তলা বাড়ির নিচে ভিড় জমাই এবং এই সুদ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি করেন। একই সাথে উপস্থিত জনতা গাংনী থানা পুলিশের এই অভিযানকে স্বাগত জানান এবং শুধু গাংনী শহর নয়,বিভিন্ন গ্রামেও সমবায় সমিতির কথিত রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যারা দেদারছে সুদ ব্যবসা চালিয় আসছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানান।
স্থানীয়রা জানান, সুদ কারবারী অবু হানিফ একসময় ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সে সময় আর্থিক দৈন্যতার মধ্যদিয়ে চলতো আবু হানিফের সংসার। পরে জড়িয়ে পড়ে সুদ কারবারীর সাথে। সুদের টাকায়

এখন সে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন। তার সুদের খপ্পরে পড়ে কয়েক হাজার পরিবার নিঃস্ব হলেও আবু হানিফ ও আনারুল গড়েছেন টাকার পাহাড়। সুদ ব্যবসা করে আবু হানিফ নির্মাণ করেছেন গাংনীতে ছয় তলা বাড়ি। এলাকাবাসী তাকে উত্তরা ব্যাংক নামে চেনে ও জানে। শুধু আনারুল ইসলাম ও আবু হানিফ নয়, গাংনী শহরের অনেক নামিদামি প্রভাবশালী ব্যক্তিও সুদ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জনান স্থানীয়রা।
গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিপদে পড়া মানুষ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সুদের জালে আটকে যায়। টাকা নেওয়ার সময় ব্লাঙ্ক চেক ও সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পর থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের জুলুমের শিকার হন অনেকে। চড়া সুদের অর্থ আদায় করতে অনেকের নামে চেক ডিজঅনার মামলা করে ফাঁসিয়েছে গ্রেফতারকৃত সুদ ব্যবসাযীরা। সুদের জালে আটকিয়ে অনেক পরিবার আজ এলাকাছাড়া হয়ে বিভিন্ন শহরে পালিয়ে মানবতার জীবন যাপন করছে। অনেক পরিবার তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে সুদের টাকা পরিশোধ করে ওরে হায় পাইনি। অবশেষে ভুক্তভোগী পরিবারগুলির নামে মিথ্যা চেক বিজয়ার মামলা করে হয়রানি করছে। সুদ ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়া নিঃস্ব
ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নামে মামলা দায়ের পুর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানান ওসি।

মুজিবনগরে বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা ও ল্যাপটপ বিতরণ

মুজিবনগরে বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪৭ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও ১৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (১১ মার্চ) বিকালে মুজিবনগর অডিটোরিয়ামে সংবর্ধনা ও ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন।

এ সময় ট্যালেন্টপুলে ২২ ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট ও মেডেল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষকদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ৪ জন শিক্ষককে পুরুষ্কার দেওয়া হয়।

বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা ও ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন, পুরুন্দরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

গ্যাস,বিদ্যুৎ,চাল,ডাল,তেল,কৃষি উপকরণ, শিক্ষা উপকরণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার এবং ফ্যাসিষ্ট সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবীতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১১ মার্চ) সকাল ১০টায় সময় কাথুলী বাসষ্টান্ডে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায়

বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিণ্টন, জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সহ-সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন, সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতুসহ বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীর সাহারবাটিতে অগ্নীকান্ড আসবাবপত্র ও নগদ টাকা পুড়ে ছাই

গাংনীর সাহারবাটির বালির মাঠপাড়ায় বৈদ্যতিক শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট অগ্নীকান্ডে আবদুর রাজ্জাক নামের এক কৃষকের বসতবাড়ি, আসবাবপত্র,নগদ টাকা পুড়ে গেছে। অগ্নীদগ্ধ হয়ে মারা গেছে দু’টি ছাগল। একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে । অগ্নীকান্ডে ওই কৃষকের নগদ টাকাসহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শনিবার ভোর রাতে এই অগ্নীকান্ডের ঘটনা ঘটে। আব্দুর রাজ্জাক জানান, শনিবার ভোর রাতে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশিরা চিৎকার দেয়। আমি উঠে দেখি আমার বাড়িতেই অগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিলে প্রতিবেশিরা ছ’টে আসে এবং পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

এসময় বামুন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই ঘরে থাকা সমিতির ঋণ নেয়া নগদ ৩০ হাজার টাকা,আসবাপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসময় দুটি বড় খাসি ছাগল পুড়ে মারা গেছে ও একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে। গরুটির অবস্থাও আশংকা জনক। এতে তার প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ওই কৃষক।

বাচ্চাদের সব থেকে বড় বিদ্যালয় তার পরিবার- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সচেতন অভিভাবক ছাড়া সন্তানদের সফল হওয়া সম্ভব না। বাচ্চাদের সবথেকে বড় বিদ্যালয় তার পরিবার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আজকের স্মার্ট সিটিজেন তৈরিতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই আজকের শিশুকে আগামীর বাংলাদেশের দক্ষ নাগরিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাবা-মায়ের ভূমিকা অনেক। শনিবার সকালে মুজিবনগর সরকারি বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশান প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এছাড়াও তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার যা করেছে তা আর কোন সরকার করেতে পারেনি। বছরের শুরুতে নতুন বই, দৃষ্টি নন্দন একাডেমীক ভবন, কম্পিউটার ল্যাব, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগসহ নানা কর্মকান্ড বাস্তাবায়ন করেছেন সরকার প্রধান। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেন।

মেহেরপুর হোমিও প্যাথিক চিকিৎসকের বার্ষিক সম্মেলন

আমরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক পরিবার মেহেরপুর সংগঠনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে এ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক পরিবার মেহেরপুরের সভাপতি ডাঃ মোঃ সাদিকুজ্জামান সেন্টু (ডি এইচ এম এস, ঢাকা)।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ শাজাহান আলী (ডি এইচ এম এস), ঢাকা।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম বি এইচ এম এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ এম এ আজিজ ডি এইচ এম এস (ঢাকা), ডাঃ মোঃ আমিনুল হক (হোমিওপ্যাথিক) ডাঃ মোঃ শফিউজ্জামান ডি এইচ এম এস (ঢাকা), ডাঃ মাহফুজুর রহমান সহ মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকার ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক পরিবার মেহেরপুর।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এম

এ এস ইমনের গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ ও সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করেছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এ গণসংযোগ করেন।

গনসংযোগকালে এম এ ইস ইমন বলেন, শেখ হাসিনা মানে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকার যেন আবার ক্ষমতায় আসতে পারে এ লক্ষ্যে আমরা আবার মাঠে নেমেছি। এর আগে যেমন করে আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলেছি, শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলেছি, আমরা একইভাবে আবার মানুষের কাছে যাচ্ছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলছি। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করছি। বুকলেটটি দেখে সাধারণ মানুষ যাতে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দেখে ভোট দিয়ে আবারও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

গণসংযোগকালে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ আহমেদ, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, শরিফ রেজা পান্না, রবিউল ইসলাম, যুবলীগ নেতা ফারুক হোসেন, আতিক রহমান স্বপন, সানা উল্লাহ, ছাত্রনেতা ইব্রাহিম আলীসহ তিনশতাধিক নেতাকর্মী শোভযাত্রায় অংশ নেন। পরে তিনি নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।